মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

আগামী ৩০ আগস্ট মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন সফল করতে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান সভাপতিত্ব করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলার সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান। পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, জেলা শাখা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলামসহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নেতাকর্মীরা।

প্রস্তুতি সভায় বক্তারা বলেন, আগামী ৩০শে আগস্ট জেলা বিএনপি’র সম্মেলনকে ঘিরে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। তারা সম্মেলনকে সফল করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিভাজন

বিএনপিতে, একক প্রার্থী

জামায়াতে

ছয়টি উপজেলা ও ৬ টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। এর আসন গুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪

(কালীগঞ্জ- সদর আংশিক)।

জেলা নির্বাচন অফিসের প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৮জন। ভোট কক্ষ-৩হাজার ৫২৪টি ও ভোট কেন্দ্র-৫৯৮টি। আজ তুলে ধরবো ঝিনাইদহ-৪।
ঝিনাইদহ -৪ (সদরের আংশিক ও কালীগঞ্জ)
কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি এবং ঝিনাইদহ সদরের ফুরসন্ধি, নলডাঙ্গা, ঘোড়শাল ও মহারাজপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-৪। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৪৪ হাজার ০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭২ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৭০ হাজার ৩২৯ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। ভোট কেন্দ্র ১২১টি।
জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন কালীগঞ্জ। এই আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের জন্য যোগায়োগ ও তদবীর শুরু করেছেন। দলীয় কর্মসূচির পালনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটের মাঠের হিসেবনিকেশ কষছেন। নিজ নিজ প্রভাব ও অবস্থান জানান দিতে চলছে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের শোডাউন। এমনকি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সমর্থকরা একাধিকবার সংঘর্ষেও জড়িয়েছেন।

এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। এ আসনে বিএনপির তৃণমূলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। পেয়েছেন তুমুল জনপ্রিয়তা। তবে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। তিনিও ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরেসোরে। স্থানীয় একটি গ্রুপের মাঝে তার রয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বিগত সরকারের আমলে তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই আসনে অপর সম্ভাব্য প্রর্থী ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য সচিব এডভোকেট আকিদুল ইসলাম। তিনি এলাকায় ক্লিন ইমেজের লোক বলে পরিচিত। এই আসনে বিএনপির আরও একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী রয়েছেন তিনি হলেন জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি মরহুম এম শহীদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী মুরশিদা জামান।এই আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে চলছে চতুর মুখী লড়াই। এখন দেখা যাক কার হাতে তুলে দেয় ধানের শীষ প্রতিক।
নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী

কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার নায়েবে আমীর, প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আবু তালিব। জামায়াতে ইসলাম তাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে। ইতো পূর্বে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রার্থী ছিলেন। তিনি নিয়মিত নির্বাচনী মতবিনিময় সভা, কর্মী সমাবেশ ও কৌশলগত পরামর্শে ব্যস্ত সময় পার করছেন।
এছাড়াও এই আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একক প্রার্থী মুফতী আহম্মেদ আব্দুল জলিল ভোটারদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ আসনে জাতীয় পার্টি (ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ) সমর্থিত জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপতি হারুন অর রশীদ পার্থী হতে পারেন।

এই আসনে ভোটের মাঠে লড়বেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন। তিনি জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ায় জেলার তরুণ প্রজন্মের পরিচিত মুখ। তিনি তরুণ ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভোটারদের ভাবনা:
উপজেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি সর্বসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,জুলাই বিপ্লব পরবর্তি নতুন প্রেক্ষাপটে ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের ভোটারদের মধ্যে মানসিক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেছে। সাধারণ ভোটারদের কথা, বিগত দুই যুগে দেশে বারবার ভোট হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মানবিক সমাজের তেমন উন্নতি ঘটেনি। ভোটারদের ভাবনা, এবার ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে দেশকে নতুন করে সাজানোর সুযোগ এসেছে। পেশীশক্তির ব্যবহার রোধ, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি প্রতিরোধ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনে আসন্ন নির্বাচনে নিরব ভোট বিপ্লবের ইঙ্গিত সাধারণ ভোটারদের। তারা বলছেন, সামাজিক কারণে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সামনে চুপচাপ থাকলেও ভোটের দিন নিরবে পছন্দের যোগ্য, মেধাবী, সৎ ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীকেই তারা বেছে নিবেন।
ভোটাররা আগামী নির্বাচনে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে ক্লিন ইমেজের সৎ, যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের ভোট দিতে চান। তারা বলছেন, পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী, ভয়ভীতি দেখানো, টেন্ডারবাজ, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ প্রভাবশালী প্রার্থীদের তারা ভোটের মাধ্যমেই জবাব দিবেন। বিগত সময়ে এই আসনটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। এবার যেহেতু আওয়ামী লীগ মাঠে নাই সেকারণে বিএনপি জনসর্মথনে একটু এগিয়ে থাকলেও দলীয় কোন্দলে নিজেরা বিপর্যস্ত। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচনে জামায়াত বা বিকল্প

কোন প্রার্থীর ভাল করার সম্ভাবনা থাকবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ করলো ইসলামী ছাত্রশিবির। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কলেজ কনফারেন্স রুমে জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি কামরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক আল আমিন ইসলাম বকুল, সাবেক ছাত্রশিবির নেতা সোহেল রানা ডলার, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম ও সেক্রেটারি সাইদুর ইসলাম। কোরআন তেলাওয়াত করেন আবু হুসাইন।

এ সময় বক্তারা নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং ক্যারিয়ার সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি

সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল আটক

রাজধানী ঢাকার পল্লবী ১২ নম্বর রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় বিশেষ অভিযানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল আটক করেছে র্যাব-৪ ও পুলিশ।

বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত যৌথভাবে পরিচালিত এ অভিযানে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাজ্জাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে তদন্ত চলমান রয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো মামলার বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি। আটকের পর তাকে স্থানীয় থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

র্যাব জানায়, সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুলের বিরুদ্ধে কিছু গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত তথ্য আপাতত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গাংনীতে ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মোঃ আজিজুল হকের ছেলে
ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আলেহীম (৪৫), বাহাগুন্ডা গ্রামের মোঃ ওমর ফারুকের ছেলে মোঃ কাওছার (৪৯) এবং পাবনা সদর আটুয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে মোঃ রুহুল আমীন (৩৫)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক শাকিল আহমেদকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকালের দিকে ঢাকার পান্থপথের একটি চায়ের দোকান থেকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল তাদের গ্রেপ্তার করে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাকিল আহমেদকে একসঙ্গে একই স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে তারা দুইজনই পলাতক ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় শিবির কর্মী ইবনুল পারভেজ হত্যা মামলা ও গতবছরের ৪ আগস্ট বিএনপি কার্যালয় ও জেলা বিএনপি’র সভাপতির বাসায় হামালা ও অগ্নিসংযোগ মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি আরও বলেন তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়ায় কোর্টে হস্তান্তর করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নিবার্চনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার সকাল ১০টায় দর্শনা ডাক বাংলো অডিটেরিয়ামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর আয়োজনে নিবার্চনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মদ এনামুল কবির জিপসী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান সজিব। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এখানে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কমিটির উপস্থিত নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আজ থেকে আপনারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে পাখা মাকার্র পক্ষে সকল ধর্ম, বর্ণ, বিভিন্ন পেশার মানুষসহ সাধরণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে কাজ করবেন। সাধরণ মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে আমাদের দলের আর্দশ প্রচার করবেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে, পাড়ার-মহল্লায় নিবার্চনী কমিটি গঠন করে পাখা মার্কার পক্ষে ভোট চাইবেন।

এছাড়া আগামী নিবার্চনকে সামনে রেখে এখন থেকে নিজ উদ্যেগে মনে প্রাণে কাজ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জয়যুক্ত করে ঘরে ফিরবেন বলে সকল নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন তেলোয়াত করেন, কারী মোঃ জিল্লুর রহমান।

এছাড়া নিবার্চনী প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দামুড়হুদা সদর ইউনিয়রে সভাপতি মুফতি আব্দুর রাজ্জাক কাজী, হাউলী ইউনিয়রে সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, জুড়ান পুর ইউনিয়রে সভাপতি শাহিন আ্লম মিল্টন, নতিপোতা ইউনিয়রে সভাপতি মোশরেফ হোসেন, দর্শনা পৌরসভার সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান, নাটুদাহ ইউনিয়নের সভাপতি মাওঃ মোঃ মিকাইল হোসেন, পারকৃস্ণপুর মদনা ইউনয়নের সাধারণ সম্পাদক জামসের আলী, কুড়লগাছী ইউনিয়নের সাধারণ

সম্পাদক জোবায়ের আহম্মদ, গড়াইটুপি ইউনিয়নের জসীম উদ্দিন।

এছাড়া জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধরণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন নেতাকর্মী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, মাওঃ কে এম সাইফুল্লাহ ও মুফতি মুহাম্মদ ইদরিস।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতিকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানিয়েছে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটায় শ্যামপুর ক্লাব বাজার প্রাঙ্গণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ফজলুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা সোহরাব হোসেন, বিএনপি নেতা হাজী আবুল হাসেম, বিএনপি নেতা পাঞ্জাব হোসেন ও বিএনপি নেতা আমিজুর রহমান।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, বিএনপি নেতা শামসুর রহমান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ফুর্তি হাসান সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

বক্তারা নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী ও তৃণমূলমুখী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আসন্ন মেহেরপুর জেলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং জেলার ৫টি ইউনিটসহ তৃণমূল স্তরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক মূল্যায়ন উপলক্ষে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর পর্যটক মোটেল কমপ্লেক্সে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সভা পরিচালনা করেন জেলা বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনছার উল হক, খাইরুল বাশার, জাকির হোসেন, মীর ফারুক, আবু সালেহ নাসিম, রোমানা আহম্মেদ, রেজাউল হক প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, আবু ইউসুফ মিরন, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল

ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আগামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

গাংনীতে নির্বাচনী হাওয়া: একাধিক প্রার্থী বিএনপিতে, জামায়াতের একক

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে নির্বাচনের প্রচার—প্রচারণা শুরু হয়েছে। গণসংযোগ, প্রচার—প্রচারণা, মিছিল, সমাবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা। মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপির দুই হালি প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন। দুটি আসনেই বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকায় দলটি মনোনয়ন কাকে দেয় এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকমীর্ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চলছে নানা হিসেবে নিকেষ।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষনা করেছে অনেক আগেই। ফলে নির্ভার হয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা তাদের ভোট প্রচারণা ও গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন। মেহেরপুরের—১ আসনে এনসিপি কোন প্রার্থী ঘোষণা না দিলেও প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর—২ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। তিনিও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইসলামী অন্যান্য দলগুলোর তেমন তৎপরতা এখনো লক্ষ করা যায়নি। তবে ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দুটি আসনেই। মেহেরপুরের দুটি আসনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকেই এমপি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তবে জামায়াত চেষ্টা করছে বিজয়ী হতে।

মেহেরপুর—২ (গাংনী): গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর—২ আসন। জাতীয় সংসদের ৭৪ নম্বর আসন এটি। এ আসনে হালনাগাদ ভোটার ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৯ জন। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি, ৩১ দফার লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তারা পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করছেন।

জামায়াতে ইসলামী জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদাকে এ আসনে প্রার্থী ঘোষনা করা হয়েছে। তিনিও পুরোদমে ভোটের প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগ প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। নেতাকমীর্দের সঙ্গে নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সমন্বয়ক অ্যাড. শাকিল আহমেদকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। তিনি ৫ আগষ্ট এর পর থেকে তাঁকে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামী শাষনতন্ত্র আন্দোলন থেকে মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টু, এনডিএম এর কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাবেদুর রহমান সেন্টুকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। জনগণের ম্যাণ্ডেটের উপর আস্থাশীল। সেই ম্যাণ্ডেট নিয়ে বিএনপি সরকারও পরিচালনা করেছে। একটি বড় দলের অসংখ্য নেতাকমীর্র নিবার্চনে আগ্রহ থাকাই যৌক্তিক। দল যাকে জনগণের নেতা হিসেবে বিবেচনা করবে সেই মনোনয়ন পাবে। আমি ২০১৮ সালে মনোনয়ন পেয়েছিলাম। আমি এবার মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদি। তারপরও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। তিনি যাকে মনোনয়ন দেবেন তার হয়েই আমরা নির্বাচনে মাঠে নামবো।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি অনেক বড় দল। এই দল থেকে অনেকেই প্রার্থীতা চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমিও মনোনয়ন প্রত্যাশী। আমি ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনিত খুলনা বিভাগে বিএনপির বিজয়ী ২টি সিটের মধ্যে গাংনীতে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। গাংনীর মানুষ আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছিল। তারপর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গাংনীর মানুষকে সাথে নিয়েই আছি। আমাকে মনোনয়ন দিলে আমার বিশ্বাস মানুষ আবারও সে

আস্থায় আমাকে নির্বাচিত করবেন।